শ্রেণীভিত্তিক বিদ্যমান বিদ্যুতের মূল্যহার

(০১ মার্চ, ২০০৭ হতে প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	প্রতি ইউনিটের মূল্য (টাকায়)
০১।	**শ্রেণী-এ ঃ আবাসিক**	
	(ক) প্রথম ধাপঃ ০০ হতে ১০০ ইউনিট	২.৫০
	(খ) দ্বিতীয় ধাপঃ ১০১ হতে ৪০০ ইউনিট	৩.১৫
	(গ) তৃতীয় ধাপঃ ৪০০ ইউনিট এর উর্ধ্বে	৫.২৫
০২।	**শ্রেণী-বিঃ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প**	১.৯৩
০৩।	**শ্রেণী-সিঃ ক্ষুদ্র শিল্প**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৪.০২
	(খ) অফ-পিক সময়ের রেট	৩.২০
	(গ) পিক সময়ের রেট	৫.৬২
০৪।	**শ্রেণী-ডিঃ অনাবাসিক (আলো ও বিদ্যুৎ)**	৩.৩৫
০৫।	**শ্রেণী-ইঃ বাণিজ্যিক**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৫.৩০
	(খ) অফ-পিক সময়ের রেট	৩.৮০
	(গ) পিক সময়ের রেট	৮.২০
০৬।	**শ্রেণী-এফঃ মধ্যম চাপ**	
	সাধারণ ব্যবহার (১১ কেভি)	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৩.৮০
	(খ) অফ-পিক সময়ের রেট	৩.১৪
	(গ) পিক সময়ের রেট	৬.৭৫
০৭।	**শ্রেণী-জি-২ঃ অতি উচ্চ চাপ**	
	সাধারণ ব্যবহার ১৩২ কেভি	
	(ক) সময় ২৩.০০-০৬.০০	১.৬৯
	(খ) সময় ০৬.০০-১৩.০০	২.৪৮
	(গ) সময় ১৩.০০-১৭.০০	১.৬৬
	(ঘ) সময় ১৭.০০-২৩.০০	৫.৫২
	(ঙ) ফ্ল্যাট রেট	২.৮২
০৮।	**শ্রেণী-এইচঃ উচ্চ চাপ**	
	সাধারণ ব্যবহার (৩৩কেভি)	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৩.৫৮
	(খ) অফ-পিক সময়ের রেট	৩.০৫
	(গ) পিক সময়ের রেট	৬.৪৫
০৯।	**শ্রেণী-জেঃ রাস্তার বাতি ও পাম্প**	৩.৮৬

* পিক সময় ঃ বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত

* অফ-পিক সময় ঃ রাত ১১ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫ টা পর্যন্ত

উপরোক্ত বিদ্যুতের মূল্যহারের সাথে ন্যূনতম চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য শর্তাবলীসহ মূল্য সংযোজন কর যথারীতি প্রযোজ্য হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং পরিবর্তনযোগ্য।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের কাম্য

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়

- সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
- সংযোগ বিচ্ছিন্নতা এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং সারচার্জ পরিশোধের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন।
- বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব (CFL) ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
- টিউব লাইটে Eledronic Ballast ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন।
- বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
- বৎসরান্তে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/ ই.এস.ইউ. হতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।
- মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। এর সঠিক সুষ্ঠু অবস্থা ও সীলসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- লোড শেডিং সংক্রান্ত তথ্য সংস্থাসমূহের ওয়েব সাইট থেকে জানা যাবে। যদি কোন কারণে ওয়েব সাইট থেকে তথ্য না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন কন্ট্রোল রুম/ অভিযোগ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।
- বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যকে নিবৃত করুন। বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার রোধে আপনার জ্ঞাত তথ্য "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র/ অভিযোগ কেন্দ্র"- এ অবহিত করে সহযোগিতা করা আপনার দায়িত্ব।
- ইদানিং একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফরমার/ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/ তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকার উপরিউক্ত চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন।

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এড়াতে যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

বিভাগ/ই.এস.ইউ. -এর নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

টেলিফোন নম্বরসমূহ ঃ

১) দপ্তর প্রধান ঃ ....

২) অভিযোগ কেন্দ্র ঃ ....

৩) গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ঃ ....

ফ্যাক্স নম্বর ঃ ....

ই-মেইল ঃ ....

ওয়েব সাইট ঃ www.bpdb.gov.bd

বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন

অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র

বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ বিল/ মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, বিল পরিশোধের ব্যবস্থাসহ সকল ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

নতুন সংযোগ গ্রহণ

- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" থেকে নতুন সংযোগের আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।
- আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত আবেদন ফি নির্দিষ্ট ব্যাংক বুথ/ শাখা অথবা "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"/ দপ্তরে জমা প্রদান করে জমা রশিদ ও প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" -এ জমা করলে আপনাকে একটি নিবন্ধন নম্বরসহ পরবর্তী আগমনের তারিখ জানানো হবে।
- পরবর্তী আগমনের তারিখে যোগাযোগ করলে আপনাকে ডিমান্ড নোট ও প্রাক্কলন ইস্যু করা হবে। "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" সংলগ্ন ব্যাংক বুথ/ নির্ধারিত ব্যাংক শাখায়/ দপ্তরে ডিমান্ড নোটের উল্লিখিত টাকা জমাপূর্বক জমার রশিদ প্রদর্শন করলে সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত অথবা বিদ্যুৎ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ক্রয়কৃত মিটার গ্রাহক জমা দিলে মিটার কার্ডসহ মিটার ১৫(পনর) দিনের মধ্যে গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হবে। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে আপনাকে একটি পত্র দেয়া হবে।
- পরবর্তী মাসের বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল জারী করা হবে।
- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণের নিয়মাবলী ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রয়োজন বোধে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করা যাবে।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ যেমনঃ চলতি মাসের বিল পাওয়া যায়নি, বকেয়া বিল, অতিরিক্ত বিল ইত্যাদির জন্য "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" -এ যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হবে। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিল পরিশোধ

- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" সংলগ্ন ব্যাংক বুথ/ নির্ধারিত ব্যাংকে/ দপ্তর- এ গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারবেন।
- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং এর আওতাভুক্ত এলাকায় ভেন্ডিং সেন্টার-এ গিয়ে Card/ Key No. সহ স্লিপ সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রিম বিল পরিশোধ (Recharge) করা যাবে।
- ইলেক্ট্রনিক বিল পে-এর আওতাভুক্ত এলাকায় Point of Sale (POS) এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা যাবে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটের নির্দিষ্ট "অভিযোগ কেন্দ্র" অথবা "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" -এ আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ জানানো হলে আপনাকে অভিযোগ নম্বর ও নিষ্পত্তির সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করা সম্ভব না হয়, তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

নতুন সংযোগের জন্য দলিলাদি

নতুন সংযোগের জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে ঃ

- সংযোগ গ্রহণকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি।
- জমির মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি।
- সিটি কর্পোরেশন/ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ পৌরসভা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়ীর অনুমোদিত সত্যায়িত নক্সা এবং অথবা সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নামজারীসহ হোল্ডিং নম্বর এর সত্যায়িত কপি ও দলিল অথবা দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর, জমির দলিল, কমিশনারের সার্টিফিকেট (যেখানে নক্সা অনুমোদন নাই)।
- লোড চাহিদার পরিমাণ।
- জমি/ ভবনের ভাড়ার (যদি প্রযোজ্য হয়) দলিল।
- ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিকের সম্মতি পত্রের দলিল।
- পূর্বের কোন সংযোগ থাকলে ঐ সংযোগের বিবরণ ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি।
- অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বৈধ লাইসেন্সধারী কর্তৃক প্রদত্ত ইন্সটলেশন টেস্ট (ওয়্যারিং) সার্টিফিকেট।
- ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সংযোগ স্থানের নির্দেশক নকশা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন (শিল্পের ক্ষেত্রে)।
- সার্ভিস লাইন-এর দৈর্ঘ্য ১০০ ফুটের বেশী হবে না।
- বহুতল আবাসিক/ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাতা ও মালিকের সাথে ফ্ল্যাট মালিকের চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি।

৫০ কিঃওঃ-এর উর্দ্ধে সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরো যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

- সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা অথবা সংশ্লিষ্ট হাউজিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ীর নক্সায় (সত্যায়িত কপি) উপকেন্দ্রের লে-আউট প্ল্যান।
- সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম।
- মিটারিং কক্ষ প্রদানের অঙ্গীকারনামা।
- উপকেন্দ্রে স্থাপিত সব যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন ও টেস্ট রেজাল্ট এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর থেকে প্রদত্ত উপকেন্দ্র সংক্রান্ত ছাড়পত্র।

শিল্প-কারখানা ও ৬ তলার অধিক ভবনে সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরো যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ছাড়পত্রের কপি।

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন ফি

- সিঙ্গেল ফেইজ (২-তার) ২৩০ভোল্ট সংযোগের জন্য ১৫.০০ টাকা।
- থ্রী ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ১৫.০০ টাকা।
- থ্রী ফেইজ (৩-তার) ১১০০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ২৫০.০০ টাকা।
- অস্থায়ী (২-তার)২৩০/(৪-তার)৪০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ২৫০.০০ টাকা।

নতুন সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণ

- সিঙ্গেল ফেইজ (২-তার) ২৩০ ভোল্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৩৭৫.০০ টাকা।
- থ্রি ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৫৫০.০০ টাকা।
- থ্রি ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট সেচ, অনাবাসিক, ক্ষুদ্র শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৬০০.০০ টাকা।
- থ্রি ফেইজ (৩-তার) ১১০০০ ভোল্ট সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৬০০.০০ টাকা

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং নির্মাণ কাজের নিমিত্ত স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২৩০/৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্যহার শ্রেণী-ই এর জন্য প্রযোজ্য মূল্যহারকে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। ১১ কেভি ও ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্যহার সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য মূল্যহারকে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। ডিমান্ড চার্জ ও সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য শ্রেণীর দ্বিগুণ হবে। গ্রাহক সংযোগ চার্জ এবং অতিরিক্ত হিসাবে অস্থায়ী সংযোগের সময়ের জন্য দৈনিক ৬ (ছয়) ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত বিল জমা দিলে পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে অথবা গ্রাহকের চাহিদার দিন থেকে অস্থায়ী সংযোগ দেয়া হবে। গ্রাহকের জমা অর্থ মাসিক বিদ্যুৎ বিলের সাথে সমন্বিত করা হবে। যদি অস্থায়ী সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হবে।

লোড পরিবর্তন

- নতুন পরিবর্তন ফি প্রদান করতে হবে।
- চুক্তি পরিবর্তন ফি প্রদান করতে হবে।
- লোড বৃদ্ধির জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে।
- অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/ মিটার বদলানোর প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।
- প্রাক্কলন ও জামানতের অর্থ জমা দানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে লোড বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। যদি লোড বৃদ্ধি করা সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হবে।

গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি

গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/ ওয়ারিশসূত্রে/ লিজসূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপিসহ নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমা করে আবেদন করতে হবে। সরেজমিন তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে। গ্রাহক জামানত বাবদ উক্ত বিল নির্ধারিত ব্যাংকের বুথ/ শাখা/ দপ্তরে পরিশোধ করে তার রশিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে নাম পরিবর্তন কার্যকর করা হবে।

অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটারে হস্তক্ষেপ, বাইপাস, বিনা অনুমতিতে সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ আইনের [Electricity Act, 1910 & As Amended "The Electricity (Amendment) Act, 2006"] ৩৯ ধারা অনুসারে এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছর হতে ৩ বছর পর্যন্ত জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তাছাড়া, অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্যের ৩ গুণ হারে (পেনাল হারে) বিল প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও উক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের দ্বারা যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মিটার, মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মিটার, মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি পুনরায় সচল করা গেলে মেরামত খরচ অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পুনরায় সচল করা যাবে না এরূপ সরঞ্জামের জন্য পুনঃস্থাপনের ব্যয়সহ প্রকৃত মূল্য আদায় করা হবে।